ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 74 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩০ ● কলকাতা ● ০৭ ভাদ্র, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৪ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 37

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

পরের চার দিন আমার ক্ষুধাই লাগেনি। ঐ আঁঠা খাওয়ার পর ক্ষুধা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঐ চারদিন কি করে কাটল, কিছু মনে নেই। এরকম লাগল, যেন এক পলই কেটেছে। প্রতিদিনের দিনচর্চা হোত সকালে উঠে জঙ্গলে যেতাম, সারাদিন জঙ্গলে ঘুরতাম আর সন্ধ্যার সময় ফিরে আসতাম। আসামে এইরকম অনেক ঘন জঙ্গল আছে। সারাদিন রোদে ঘুরলেও রোদ লাগতে পারে না, এত ঘন, বড় বড় জঙ্গল।

একদিন এক বৃক্ষের কাছে বসে গুরুদেব জঙ্গল আর বনের তফাৎ বোঝাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "জঙ্গল হল প্রকৃতি প্রদত্ত। তা হল প্রকৃতির নিজের রচনা।

ক্রমশঃ

মৃত্যুর আগে সব জমানাকে কাঠগড়ায় তুলে লেখা বাংলাদেশের সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার বিকালে বাংলাদেশের ঢাকার সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের দেহ উদ্ধার হয়। ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদীতে ভাসছিল ওই সাংবাদিকদের দেহ।আমার জীবনে কোনো সাফল্যের গল্প নেই। সাংবাদিক হিসেবেও এডাল ওডাল করে কোনো শক্ত ডাল ধরতে পারিনি। আমার কোথাও না কোথাও বড় ঘাটতি আছে। এই ঘাটতি আর কাটিয়ে ওঠা হলো না।তাঁর লেখা শেষ খোলা চিঠিটি এখন ভাইরাল শুধু নয় বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেটি।

চিঠিটির নানা ভাষায় তর্জমা ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। সেই চিঠি নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা বাংলাদেশকে। সততা, সাহসিকতা, নিষ্ঠার সঙ্গে আপোস না করা সাংবাদিকের কী

এরপর ৫ পাতায়

ইসকন মায়াপুরে মহাসমারোহে পালিত হবে রাধাষ্টমী মহোৎসব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর সহ বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখাকেন্দ্রে শ্রীমতি রাধা রানীর শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসব (রাধাষ্টমী) যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও রীতি নীতি মেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমক সহকারে পালন করা হবে। এ বছর ৩১ শে আগস্ট রবিবার ২০২৫ শ্রীমতি রাধারানীর আবির্ভাব মহোৎসব (রাধাষ্টমী) পালন করা হবে।মন্দির প্রাঙ্গণ ফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হবে। জাতী,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে দেশ বিদেশের বহু ভক্ত এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হবে।

রাধা এবং কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। দুই-এ এক, একে দুই, দুইজনেই সমান।যেমন দুধ এবং তার ধবলত্ব, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি, শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ করা যায় না তদ্-রূপ রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই তনু ধারী। ভগবান যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন লীলা বিলাসের জন্য।যেমন ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লীলাসঙ্গিনী রূপে সীতাদেবীকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তদরূপে দ্বাপরে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারানীকে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ত্রিতাপদগ্ধ দু:খ জ্বালায় জর্জ্জরিত জীবের নিজ স্বরূপ ভ্রষ্ট জীবসমূহকে পরম অমৃতময় পথের সন্ধান দিতে ৫২৫২ বছর আগে শ্রীমতি রাধারানী ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে রাভেল নামক গ্রামে বৃষভানু রাজার গৃহে কীর্তিদা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারানীর অহৈতুকি ভালবাসা তাঁর প্রতি যে আকর্ষণ সেটি ছিল বিশুদ্ধ প্রেম।এই বিশুদ্ধ প্রেমের কনামাত্র মানবকূল গ্রহণ করতে স্বক্ষম হলে ত্রিলোক ধন্য হবে। বর্তমান বিশ্বসংকটে নর নারীর যৌথ মিলিত শক্তিতে নব জাগরণ ঘটুক মানব সমাজে। রাধারানীর জীবন- আদর্শ ও শিক্ষার প্রসার ঘটুক সমাজ জীবনে। একমাত্র মাতৃ শক্তির প্রকৃত উন্মেষই দিতে পারে আলোর সন্ধান।আজ শুভ রাধারানীর আবির্ভাব তিথিতে প্রার্থনা করি,তিনি কৃপা পূর্বক জীবজগতের পরমকল্যান সাধন করুন।

মেট্রোতে নেমে হাসিমুখে আরামের যাত্রার গল্প বললেন যুবক

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

রাজ্যে এসেছিলেন প্রধামন্ত্রী। শুক্রবারই মহাসমারোহে উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে নতুন তিন মেট্রো রুটের। এরইমধ্যে সবথেকে বেশি চর্চা চলছে হাওড়া-সেক্টর ফাইভ রুট নিয়ে। শুক্রবার উদ্বোধনের পরেই সাধারণের জন্য খুলে গিয়েছে মেট্রোর দরজা। ভিড় নেহাৎ কম হল না। আগে শিয়ালদহ পর্যন্ত যাওয়া যাচ্ছিল, এবার সেক্টর ফাইভের অফিস পাড়া থেকে মেট্রো ধরে এবার সোজা হাওড়া যেতে পারায় খুশি যাত্রীরাও।পর দিন সকালেও দেখা গেল ভালই ভিড়। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে সেক্টর ফাইভ

এরপর ৬ পাতায়

কলকাতায় প্রথম চালু হতে চলেছে 'হাড়ের ব্যাংক'

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এবার আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো কলকাতার শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল। পূর্ব ভারতের ইতিহাসে এবার প্রথমবার হাড়ের ব্যাঙ্ক চালুর পথে শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল। হাসপাতালের এসএসকেম বাপি জি হাসপাতালের এনেক্স হাসপাতাল হিসেবে এই ব্যাঙ্ক গড়ার প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। হাড়ের ব্যাঙ্ক চালু হলে, এটি নানা দুর্ঘটনা বা চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিল পরিস্থিতিতে রোগীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে যাদের হাত বা পা ভেঙে গেছে, অথবা ক্যান্সার বা সংক্রমণের কারণে হাড় কেটে বাদ দিতে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত হাড় প্রতিস্থাপন জীবন রক্ষাকারী ভূমিকা নিতে পারে। এই ব্যাংক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই ব্যাংকের মাধ্যমে সংরক্ষিত হাড় ব্যবহার করে রোগীদের দুটি ধরণের চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে। এক, দুর্ঘটনা বা আঘাতজনিত হাড় ভাঙার ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন। দুই, চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে কেটে ফেলা হাড়ের পুনর্বাসন। শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালের ডিরেক্টর পাঠানো প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যে বর্তমান পরিকাঠামো ও বিদ্যমান চিকিৎসা দল ও লোকবল ব্যবহার করেই এই হাড়ের ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা হবে। ব্যাঙ্ক চালু হলে পূর্ব ভারতের অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় এটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

নির্ধারিত দিনেই SSC পরীক্ষা হবে - জানালো কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- অনেক টানাপোড়েনের পরে কমিশন জানিয়ে দিলো নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই SSC পরীক্ষা হবে। প্রায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার প্রার্থী অংশ নিতে চলেছেন দু'দিনব্যাপী এই পরীক্ষায়। সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষা পিছনোর কথা বললেও পরীক্ষা পিছোচ্ছে না বলেই খবর সূত্রের। সূত্রের খবর, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ৭ সেপ্টেম্বর নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)। ১৪ সেপ্টেম্বর হবে একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। ৫ লক্ষ ৮০ হাজার প্রার্থী দু'দিনের পরীক্ষায় অংশ নিতে চলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার মৌখিক নির্দেশে জানিয়েছিল, চাইলে এসএসসি (SSC) পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয় বলেই মনে করছে রাজ্য। কারণ, আদালতের নির্দেশেই চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজের নিজের স্কুলে কর্মরত রয়েছেন চিহ্নিত অযোগ্য বাদে অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা।

সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা না নিলে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল। কারণ, সেপ্টেম্বরের শেষে দুর্গাপুজো। পুজোর ছুটি পড়ে যাবে। তারপর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে ফল বের করে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। যেহেতু আদালত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছিল, তাই সেই সময়সীমার মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে চায় কমিশন। না হলে স্কুলে স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সঙ্কট দেখা দেবে। তাই আপাতত পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন কমিশনের কর্তারাও। শুক্রবার পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। কড়া নিরাপত্তায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে করতে বৈঠকে উপস্থিত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়। নবান্নের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক জেলায় একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার আধিকারিক জেলার পুরো পরীক্ষার তত্ত্বাবধানে থাকবেন।

আগামী মঙ্গলবার থেকে বিভিন্ন জেলা সফরে প্রশাসনিক বৈঠক অগ্নেষ করতে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এখন থেকেই সব রাজনৈতিক দলগুলো নিজের নিজের ঘর গোছাতে শুরু করেছে। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে ফের জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী মঙ্গলবার বর্ধমান সফর যাচ্ছেন তিনি।পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে।জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বর্ধমানে যাওয়ার পর সেখানে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করার পাশাপাশি প্রশাসনিক সভাও রয়েছে তাঁর।বর্ধমান মঙ্গলবার পৌঁছেই প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন তিনি। এই সভায় হাজির থাকতে পারেন পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক কর্তা, সাংসদ,বিধায়ক,জনপ্রতিনিধিরা। ২৬ অগাস্ট দুপুর ১২টায় দুই জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক সভা করবেন। কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন, পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই তার আগে সব রাজনৈতিক দলগুলো নিজের নিজের ঘর শক্ত করতে প্রস্তুত। বিজেপিও নজর রেখেছে ২৬-র নির্বাচনকে। সেই কারণে ইতিমধ্যে ৩ বার রাজ্যে এস গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিহারের মত বাংলাকেও পাখির চোখ করে রেখেছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, বাংলার শাসক শিবিরও প্রস্তুত লড়াই করতে। সেই কারণে জেলায় জেলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করার পাশাপাশি প্রশাসনিক সভাও করছেন তিনি।

আরজি কর কান্ডে সিবিআই তদন্ত তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বাড়ি ও চেম্বারে তদন্তে আছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- গত বছর (২০২৪) আরজি কর কাণ্ডে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল গোটা রাজ্য। নির্যাতিতার মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের পাশপাশি, তদন্ত চলছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধেও।সিঁথির মোড়ে তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের ঠিকানায় সিবিআই।সুদীপ্তর এই বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে তাঁর একটি প্রাইভেট নার্সিংহোম। সেখানেই এদিন সিবিআই -এর অ্যাসিস্ট্যান্ট IO, ইন্সস্পেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকরা আসেন। তল্লাশি চালাচ্ছেন তাঁরা। যদিও সুদীপ্ত এখন বাড়িতে নেই।আরজি কর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীরামপুরের এই তৃণমূল সাংসদ। তিলোত্তমার ঘটনার পরই সিবিআই-এর আতস কাচের তলায় আসেন তিনি। চিকিৎসকদের একাংশ বরাবরই দাবি করে এসেছেন, তিলোত্তমার ঘটনা একটি প্রাতিষ্ঠানিক খুন। এমনকী এই সরকারি হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগও তোলেন তাঁরা। সেই সময়ই শ্রীরামপুরের সাংসদ চলে আসেন সিবিআই র‍্যাডারে। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন,তৃণমূল এই বিধায়ক সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নাকি নিজের নার্সিংহোমে নিয়ে যান। যার কোনও হিসাব নেই। যে কেউ গিয়ে সেই তথ্য যাচাই করতে পারে। এরপর গত বছরের সেপ্টেমবরে সিবিআই-এর টিম তাঁর এই বাড়িতেই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। সেই ঘটনার প্রায় এক বছর পর ফের আবার সুদীপ্তর বাড়িতে তল্লাশি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকদের।

সম্পাদকীয়

কলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আমার সহকর্মী শান্তনু ঠাকুর জি, রভনীত সিং জি, সুকান্ত মজুমদার জি, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জি, সংসদে আমার সহকর্মী শমীক ভট্টাচার্য জি, উপস্থিত অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ আবারও আমি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সুযোগ পেয়েছি। একটু আগেই নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোতে চড়ার আনন্দ উপভোগ করে ফিরে এসেছি। এই সময়, আমি অনেক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগও পেয়েছি। সকলেই খুশি যে কলকাতার গণপরিবহন এখন সত্যিই আধুনিক হয়ে উঠছে। আজ, এখানে ছয় লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত বা নির্মীয়মান এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য কলকাতার জনগণ, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অনেক অভিনন্দন জানাই।

বন্ধুগণ,

কলকাতার মতো আমাদের শহরগুলি ভারতের ইতিহাস এবং আমাদের ভবিষ্যৎ উভয়েরই একটি সমৃদ্ধ পরিচয়। আজ যখন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন দমদম এবং কলকাতার মতো শহরগুলির ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, আজকের অনুষ্ঠানের বার্তা মেট্রোর উদ্বোধন এবং হাইওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের চেয়েও বড়। এই অনুষ্ঠানটি আজকের ভারত তার শহরগুলিকে কীভাবে রূপান্তরিত করছে তার প্রমাণ। আজ, ভারতের শহরগুলিতে পরিবেশবান্ধব গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য নানা রকম চেষ্টা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক চার্জিং পয়েন্ট এবং বৈদ্যুতিক বাসের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে, বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, শহরগুলির নিষ্কাশিত ও জমা করা বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, মেট্রো সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে। আজ সকলেই গর্বিত বোধ করছেন যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক এখন ভারতে। ২০১৪ সালের আগে, দেশে মেট্রো রুট ছিল মাত্র ২৫০ কিলোমিটার। আজ দেশে মেট্রো রুট এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে গেছে। কলকাতায়ও মেট্রো ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। আজও, কলকাতার মেট্রো রেল নেটওয়ার্কে প্রায় ১৪ কিলোমিটার নতুন লাইন যুক্ত হচ্ছে। কলকাতা মেট্রোতে ৭টি নতুন স্টেশন যুক্ত হচ্ছে। এই সমস্ত কাজ কলকাতার মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলবে এবং যাতায়াতের সুবিধা বাড়াবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

দিলো, বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চোদ্দ ডিঙ্গা। চাঁদ পাগলের মত ছুটে এলো বেহুলার কাছে। কিন্তু এসে যেই শুনলো যে তাকে মনসার পুজো করতে হবে, তখন তার সকল আনন্দ নিভে গেলো, সে দৌড়ে স'রে গেলো সবকিছুর থেকে। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়লো চাঁদের পায়ে। যে- চাঁদ মনসাকে চিরদিন অপমান করেছে, যে কোনদিন পরাজিত হতে চায় নি, সে- চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হলো। বেহুলা বললো, 'তুমি শুধু বাঁ হাতে একটি ফুল দাও, তাহলেই খুশি হবে মনসা।' চাঁদ বললো, 'আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে ফুল দেবো।' তাই হলো। মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল হেলাভরে ছুঁড়ে দিল চাঁদ। মনসা তারপরও খুশি। আর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পুজো। **ক্রমশঃ**

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন তৈরি করবে ভারত ঘোষণা মোদীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লি:- সম্প্রতিই আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে অভিযানে গিয়েছিলেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। তাঁর মহাকাশ অভিযানের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন ভারতে মহাকাশচারীদের টিম তৈরি করা হবে।দেশের যুব প্রজন্মকে তিনি ভারতের মহাকাশ অভিযানে অংশ নিতে বলেন।

এ দিন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আজ ভারত দ্রুত অ্যাডভান্সড প্রযুক্তির দিকে এগোচ্ছে। সেমি-কাইরোজেনিক ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক প্রপালশনের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তৈরি করছে। শীঘ্রই আপনাদের সকল বিজ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম সফল হয়ে ভারত গগনযান মিশনে যাবে। আগামিদিনে ভারত নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরি করবে।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

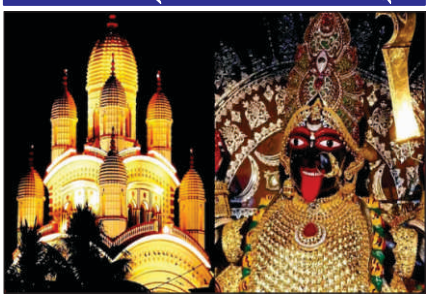

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পূর্বদিকের বিষয়টা লক্ষ্য করতে হবে। মা কালীও উপমহাদেশের পূর্বদিকে আধিপত্য করেন, এবং মা কালীর বর্ণ নীল।

এই কুলের পুরুষদেবতারা (প্রায়ই এঁরা এঁদের শক্তির সঙ্গে একত্রে যুগনদ্ধরূপে কল্পিত) **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

মৃত্যুর আগে সব জমানাকে কাঠগড়ায় তুলে লেখা বাংলাদেশের সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের

পরিণতি হতে পারে সে ব্যাপারে নিজের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ইঙ্গিত করেছেন, সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে শুধু তিনি নন, ন্যায্য অধিকার, সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁর ছেলেমেয়েরাও।

ঢাকার বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার সকালে অফিসের উদ্দেশ্য বেরিয়েছিলেন তিনি। আর ফেরেননি। তিনি আজকের পত্রিকা নামে একটি দৈনিকে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সেই কাগজের এক পদাধিকারীকে খোলা চিঠিটি মেলে পাঠিয়ে তিনি লিখেছিলেন, এটি আমার শেষ লেখা হিসাবে ছাপতে পারেন।

৭১ বছর বয়সি সেই সাংবাদিক বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসের সব জমামাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে কাঠগড়ায় তুলে গিয়েছেন।

খোলা চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

'আমি বিভুরঞ্জন সরকার, আজকের পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাঁচ দশকের বেশি সময়ের। দেশের নানা পরিবর্তন, আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছি। এই দীর্ঘ সময় আমি লিখেছি সত্যের পক্ষে, মানুষের পক্ষে, দেশের পক্ষে। কিন্তু আজ, যখন নিজের জীবনকে দেখি, অনুভব করি—সত্য লিখে বাঁচা সহজ নয়।

আমার পেশা আমাকে শিখিয়েছে—সত্য প্রকাশ করা মানে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেবার নাম। ছাত্রজীবনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে করতে শিখেছি, কখনো কখনো নাম গোপন রাখতেই হয়। সত্য প্রকাশ করতে গেলে জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলা প্রয়োজন হয়। এরশাদের আমল, নানা রাজনৈতিক আন্দোলন—সবক্ষেত্রে সাহস ছাড়া লেখা সম্ভব ছিল না। আমরা, আমার মতো সাংবাদিকরা, গোপন নাম ব্যবহার করেছি, তাতে স্বার্থের কিছু নেই, বরং নিরাপত্তার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার অবস্থান স্পষ্ট ছিল—স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। আমার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে কোনো অবদান না রেখেও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বাগিয়ে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন, নিচ্ছেন। আমি ও পথে হাঁটিনি।

স্কুল ছাত্র থাকতেই সাংবাদিকতার পেশায় জড়িয়েছি। দৈনিক আজাদের মফস্বল সাংবাদিক। স্কুলে পড়ার সময় আমাদের নামে আজাদে বড় বড় লেখা ছাপা হয়েছে। আবার বাম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়াও সেই স্কুল থেকেই। রাজনৈতিক আদর্শবোধ ও সাংবাদিকতার নৈতিক সততা আমাকে ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য তাড়িত করেনি। একটাই তাড়না-দায়িত্ববোধ। আমি জ্ঞানত কখনো দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিনি। নিজের কাজে ফাঁকি দেইনি। খুব সাহসী মানুষ হয়তো আমি নই, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারিনি। অবশ্য বছর কয়েক আগে কথায় পটিয়ে আমাকে দিয়ে নাঈমুল ইসলাম খান তার স্ত্রী মন্টি আপার সুখ্যাতি লিখিয়ে নিয়েছিলেন!

আজকের সময়ে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ অন্যরূপ। অনেকেই সুবিধা, স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক স্বার্থের জন্য সত্যকে আড়াল করে লেখেন। আমি নাম আড়াল করলেও সত্য গোপন করিনি। তাই হয়তো দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় এই পেশায় কাটিয়ে সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাই না। এখন আমার যা বেতন তা বলে কাউকে বিব্রত করতে চাই না। তবে শুনেছি, আমার বিভাগীয় প্রধানের বেতন আমার প্রায় দ্বিগুণ। আহা, যদি ওই বেতনের একটি চাকরি পেতাম তাহলেও হয়তো সংসার চালানোর জন্য নিয়মিত ধার-দেনা করার পেশাটি আমাকে বেছে নিতে হতো না! অন্যসব খরচের হিসাব বাদ দিয়ে মাসে আমার একার ওষুধের ব্যয় ২০-২২ হাজার টাকা। বাড়িয়ে নয়, একটুবকমিয়েই হয়তো বললাম! আমার আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ কত যে রোগ! আর্থ্রাইটিস ও লিভারের চিকিৎসার জন্য কত যে ধারদেনা করতে হয়েছে। আমার ছেলেও অসুস্থ, ওরও নিয়মিত চিকিৎসাব্যয় আছে। তাই ধার-দেনা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

শেখ হাসিনার শাসনামলে নানা পরিচয়ে অনেকে অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। একপর্যায়ে লাজলজ্জা ভুলে আমিও শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করে কোনো ফল পাইনি। অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন। আমি দুই বার আবেদন করেও সফল হইনি। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বই লিখেও নাকি কতজন ভাগ্য বদলেছেন। অথচ আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত দুটি বইয়ের জন্য আমি দুই টাকাও রয়্যালিটি পাইনি। একেই বলে কপাল! তবে হ্যাঁ, একবার শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। ওই সফরের জন্য কিছু হাত খরচের টাকা আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা তো ওই কোটপ্যান্টজুতো কিনতেই শুধু শেষ হয়, আরও দেনা হয়েছে। ওই সুবাদে আমার কোট-টাই জুতা কেনা! সারাজীবন তো স্যান্ডেল পরেই কাটল।

শুধু মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে অবিচল অবস্থানের কারণে আমাকে আজও 'আওয়ামী ট্যাগ' দেওয়া হয়। কিন্তু আওয়ামী আমলেও কোনো বাস্তব পুরস্কার পাইনি। আমি পেলাম না একটি প্লট, না একটি ভালো চাকরি। বরং দীর্ঘ সময় চাকরিহীন থেকে ঋণের বোঝা বেড়েছে। স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে পরিবারের দায়বদ্ধতা আমাকে প্রতিনিয়ত চাপের মধ্যে রাখে।

আজকের পত্রিকায় কাজ করছি ৪ বছর হলো। এই সময়ে না হলো পদোন্নতি, না বাড়ল বেতন। অথচ জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে প্রতিদিন। সংবাদপত্র আর কীভাবে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে, ঘরের মধ্যেই যেখানে অনিয়ম।

সাপ্তাহিক যায়যায়দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যাদের লেখার কারণে তাদের একজন তারিখ ইব্রাহিম। ওই নামে আমিই লিখতাম এরশাদের কোপানল থেকে রক্ষা পেতে। ক্ষমতা ছাড়ার পর দু-একবার দেখা হলে অবশ্য এরশাদও 'দেশি' হিসেবে আমাকে খাতির করেছেন।

আমি চাকরি করেছি দৈনিক সংবাদে, সাপ্তাহিক একতায়, দৈনিক রূপালীতে। নিজে সম্পাদনা করেছি সাপ্তাহিক 'চলতিপত্র'। নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি 'মৃদুভাষণ' নামের সাপ্তাহিকে। 'দৈনিক মাতৃভূমি' নামের একটি দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্বও আমি পালন করেছি। দেশের প্রায় সবগুলো দৈনিক পত্রিকা এবং অনলাইনে আমার লেখা একসময় নিয়মিত ছাপা হতো। দৈনিক 'জনকণ্ঠ' যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তখন প্রথম পৃষ্ঠায় আমার লেখা মন্তব্য প্রতিবেদন ছাপা হতো।

অথচ এখন কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে ছাপার জন্য অনুরোধ করেও ফল পাই না। আমার লেখা নাকি পাঠক আর সেভাবে 'খায়' না।

এক সময় কত খ্যাতিমান লোকেরা আমার লেখা পড়ে ফোন করে তারিফ করেছেন। অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের প্রশংসাও আমি পেয়েছি। রাজনীতিবিদ অলি আহাদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, লেখক অধ্যাপক শওকত ওসমান, ড. রংগলাল সেন, অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের মতো কতজনের প্রশংসা পেয়েছি। বিএনপির এক সময়ের মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়াও আমাকে লেখার জন্য স্নেহ করতেন। ওহ হ্যাঁ, ড. মুহাম্মদ ইউনূসও অন্তত দুবার নিজে আমাকে ফোন করে আমার লেখার কথা বলেছেন।

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

মৃত্যুর আগে সব জমানাকে কাঠগড়ায় তুলে লেখা বাংলাদেশের সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের

এখন অবশ্য এত সাধারণ বিষয় তার মনে থাকার কথা নয়। আজ আমার লেখা নাকি পাঠক টানে না। হতেই পারে, বয়সের ভারে বুঝি লেখা হালকা হয়ে গেছে।

নামে-বেনামে হাজার হাজার লেখা লিখেছি। সম্মানি কিন্তু পেয়েছি খুবই কম। কোনো কোনো পত্রিকা তো কয়েক বছর লেখার পরও একটা টাকা দেওয়ার গরজ বোধ করেনি। সেদিক থেকে অনলাইনগুলো অনেক ভালো। একটি বড় অনলাইনের কাছেও আমার মোটা টাকা এখনো পাওনা আছে।

অথচ এখন আমার দৈনন্দিন জীবন শুরু হয় ওষুধ খেয়ে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিয়ে এবং ওষুধ কেনার টাকার চিন্তায়।

এর মধ্যে গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তার প্রেসবিভাগ তো মনখোলা নয়। মিডিয়ার যারা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন তারা সবাই আতঙ্কে থাকেন সব সময়। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর! এর মধ্যে আমার একটি লেখার জন্য 'আজকের পত্রিকা'র অনলাইন বিভাগকে লালচোখ দেখানো হয়েছে। মাজহারুল ইসলাম বাবলার একটি লেখার জন্যও চোটপাট করা হয়েছে। আপত্তিকর কি লিখেছেন বাবলা? লিখেছেন, সেনাবাহিনী শেখ হাসিনাকে সামরিক হেলিকপ্টারে দিল্লি পাঠিয়েছে। আর শুধু পুলিশের গুলিতে নয়, মেটিকুলাস ডিজাইনের মাধ্যমে জঙ্গিরাও মানুষ হত্যা করেছে। এখানে অসত্য তথ্য কোথায়? শেখ হাসিনা কি হেলিকপ্টার ভাড়া করে গোপনে পালিয়েছেন? হাসিনার পুলিশ না হয় ছাত্র জনতাকে হত্যা করলো কিন্তু পুলিশ হত্যা করলো কে বা কারা? এইটুকু লেখার জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে তোপ দাগা একেবারেই অনুচিত। সব মিলিয়ে পত্রিকায় আমার অবস্থা তাই খুবই নাজুক। সজ্জন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক চাপ সইতে না পেরে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করেছেন।

আমি এখন কি করি? কোন পথে হাঁটি?

আমি লিখি, কারণ আমি জানতাম সাংবাদিকতা মানে সাহস। সত্য প্রকাশ মানে জীবনের ঝুঁকি নেয়ার নাম। দীর্ঘ পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, সত্য লিখতে হলে কখনো কখনো ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়। আমি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য চাইনি কখনো। তবে সারাজীবন হাত পেতে চলতে হবে এটাও চাইনি।

আমার সাংবাদিক বন্ধু মাহবুব কামাল মনে করেন, আমার কোনো বড় ধরনের সমস্যা আছে। না হলে তিনি এখন অনেকটা নিরাপদ জীবন কাটালেও আমার অনিশ্চয়তা কেন দূর হলো না? আসলে তাই তো? আমার অভাব কেন দূর হয় না? মাহবুব ভাই শেখ হাসিনার কাছ থেকে জমি পেয়েছেন, চিকিৎসার জন্য দুই দফায় নগদ টাকাও পেয়েছেন। তারপর পৃথিবীজুড়ে তার অগণিত ভক্তকুল তাকে কত উপলক্ষেই না মুক্তহস্তে দান করেন। চিকিৎসার জন্য লাগবে লাখ কয়েক তিনি পেয়ে যান কোটি খানেক। আমার তো কপাল মন্দ। কোনো ভক্ত নেই। তবে আমিও একেবারে ঋণধার পাই না, সেটা বললে অসত্য বলা হবে। আমারও কিছু খুচরা দরদি আছে বলেই না এখনো বেঁচেবর্তে আছি।

আবার দেখুন, মাহবুব কামালের দুই পুত্র সন্তান। তারাও পিতার মতো সাফল্যের পরীক্ষায় পাস করে দেশে বিদেশে ভালো চাকরি করছে। আর আমার এক কন্যা ও এক পুত্র। ছাত্র হিসেবে মেধাবী কিন্তু...

এত এত মানুষ থাকতে মাহবুব কামালের কথাই কেন লিখছি? কারণ তার আজকের অবস্থানের পেছনে খুব সামান্য হলেও আমি ভূমিকা রেখেছিলাম! যায়যায়দিনে কাজের জন্য পাটগ্রাম থেকে ঢাকা নিয়ে আসার জন্য শফিক রেহমানকে প্রভাবিত করেছিলাম। যায়যায়দিনে লিখেই তো এখন বিশ্বসেরা সাংবাদিক।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। মনটাও সংকীর্ণ। সেজন্য আমার প্রতি সবাই বিদ্বেষ পোষণ করতেই পারে। আমি কিন্তু কারও প্রতি সামান্য বিদ্বিষ্ট নই। উপকার করার ক্ষমতা নেই বলে কারও অপকারের কথা স্বপ্নেও ভাবি না। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। আমি যে খুব কম জানাবোঝা একজন মানুষ, সেটা আমি খুব ভালো জানি।

আমার সংসারে স্ত্রী ছাড়া দুই সন্তান। এক মেয়ে, এক ছেলে। ছেলেমেয়েরাও আমার মতো একটু বোকাসোকা। বর্তমান সময়ের সঙ্গে বেমানান। মেয়ে বড়। জীবনে কখনো কোনো পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেনি। ডাক্তার হয়েছে। বিসিএস পাস করে চাকরিও পেয়েছে। গ্যাসট্রোএনটোরোলোজিতে এমডি করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে ধরা খেল। সরকার বদলের পর বিভাগীয় প্রধানের কোপানলে পড়ে আমার মেধাবী মেয়েটি থিসিস পরীক্ষায় অসফল হলো। অথচ ও কোনো রাজনীতির সাতেপাঁচে নেই। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় অবশ্য পাস করেছে, এখন থিসিসের জন্য আবার অপেক্ষা। এর মধ্যে আবার কোন নিভৃত অঞ্চলে পোস্টিং দিয়ে দেবে, কে জানে!

আমার ছেলেটি বুয়েট থেকে এমএমইতে পাস করেছে। আমেরিকায় একটি বৃত্তি পেয়েও শারীরিক কিছু সমস্যার কারণে সময়মতো যেতে পারেনি। আমার ছেলেটি চার বছর বয়সে গুলেনবারি সিনড্রম রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনমৃত্যুর সঙ্গে কয়েক মাস পাঞ্জা লড়ে তবে বেঁচেছে। ওর ব্যয়বহুল চিকিৎসার ধকল আমি সয়েছি। বুয়েট পাস হয়ে দেশে কত চাকরির পরীক্ষা দিয়ে পাস করেও এখন পর্যন্ত নিয়োগ নিশ্চিত হলো না। অপরাধ কি ওর নাম, নাকি বাবা হিসেবে আমি, বুঝতে পারছি না।

আমি কেন এই খোলা চিঠি লিখছি, সেটাও যে খুব ভালো বুঝতে পারছি তা নয়। তবে কয়দিন ধরে আমার কান কেন যেন কু ডাক শুনছে। মনটাও কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। মাহবুব কামাল কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েও আমার কোনো ব্যবহারে কুপিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

শেষে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না। আমি একতায় মতি ভাইয়ের সহযোগী ছিলাম। তিনিই আমাকে শফিক রেহমানকে বলে যায়যায়দিনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন। তার পত্রিকায় (তখন ভোরের কাগজ) আমাকে যোগ দিতে বলেছিলেন। আমার বাসায়ও এসেছিলেন। কিন্তু আমি তখন যায়যায়দিন ছাড়তে চাইনি। জীবনে এর চেয়ে বড় ভুল আর আমার কোনোটা নয়। মতি ভাই, পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন।

(২ পাতার পর)

মেট্রোতে নেমে হাসিমুখে আরামের যাত্রার গল্প বললেন যুবক

মেট্রো স্টেশন যেতে দিতে হচ্ছে ৩০ টাকা। করুণাময়ী অবধি যেতে দিতে হচ্ছে ৩০ টাকা। সেন্ট্রাল পার্ক অবধি যেতেও একই টাকা। সিটি সেন্টার অবধিও তাই।এদিন সেক্টর ফাইভে মেট্রো ধরতে এসে হাসিমুখেই এক যাত্রী বলছেন, "হাওড়া যেতে আগে তো অনেক সময় যেত। বাসে দীর্ঘ সময় লাগত। এখন মেট্রো হওয়ায় অনেক তাড়াতাড়ি যেতে পারব।" কোন্নগর থেকে আসছিলেন সন্দীপন দত্ত নামে এক যুবক। হাওড়া থেকে মেট্রো ধরছিলেন। নামলেন সেক্টর ফাইভ। বললেন, "আগে তো এক দেড় ঘণ্টার উপর টাইম লেগে যেত। এখন মাত্র ৩০ মিনিটে চলে এলাম। বাসে তো ভিড় থাকে অনেক। বসার বসার জায়গা পেতাম না। এখন আর সেসব অসুবিধা নেই।

সিনেমার খবর

'বিকৃত ও সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলা', জয়ার ব্যবহারে রেগে আগুন কঙ্গনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য জয়া বচ্চন মঙ্গলবার দিল্লিতে সংসদ ভবনের বাইরে তৃণমূলের প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন। অনুমতি না নিয়ে এসময় জয়া বচ্চনের সঙ্গে সেলফি তোলার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। জয়া বচ্চন তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে সরে দাঁড়ান এবং ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন ওই ব্যক্তিকে। শুধু ধাক্কাই নয়, তাকে কঠোর ভাষায় গালিও দেন জয়া বচ্চন।

এরপর যা নিয়ে চলছে বিতর্ক। সেই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়েছেন এ অভিনেত্রী। এ নিয়ে অনেকেই জয়ার তীব্র সমালোচনায় ব্যস্ত। সেই দলে এবার যোগ দিলেন বলিউড অভিনেত্রী ও মান্ডির সংসদ সদস্য কঙ্গনা রানাওয়াতও। ভাইরাল ভিডিওটি শেয়ার করে তীব্র সমালোচনা করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'এই হলো সবচেয়ে বিকৃত ও সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলা। মানুষ ওর রাগ এবং বাজে কথা সহ্য করেন, কারণ তিনি অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী। ওর মাথার টুপিটি দেখতে পুরো মোরগের ঝুঁটির মতো। আর তাকে দেখতে লড়াকু মোরগের মতো। সত্যিই কী অপমানজনক ও লজ্জাজনক একটা ব্যাপার।'

কঙ্গনার এই মন্তব্যের সঙ্গে অনেকেই সহমত জানিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, কঙ্গনা যেভাবে জয়া বচ্চনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, কোনো বলিউড সেলিব্রিটির এমনটা করার সাহস নেই। জয়া বচ্চনের ভিডিওর মতো এবার কঙ্গনার প্রতিক্রিয়াও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগেও কঙ্গনা-জয়ার বাকযুদ্ধ দেখেছে সবাই। ২০২০ সালে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে নর্দমার সঙ্গে তুলনা করায় কঙ্গনাকে তুলোধোনা করেছিলেন জয়া বচ্চন। জবাবে কঙ্গনা লিখেছিলেন, 'জয়া জি, যদি আমার জায়গায় আপনার মেয়ে শ্বেতাকে কিশোর বয়সে মারধর, মাদকাসক্ত এবং শ্লীলতাহানি করা হত, তাহলে কি আপনি একই কথা বলতেন? অভিষেককে যদি ক্রমাগত ধমক এবং হয়রানির সামনাসামনি হতে হত, যদি একটা সময় সে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তা করত, তাহলেও কি আপনি একই কথা বলতেন? তাহলে আমাদের প্রতিও সমবেদনা জানান।'

পাবলিক প্লেসে জয়া বচ্চনের রাগ নতুন কিছু নয়। ক্যামেরার সামনে কটু কথা, ছবি তুলতে চাওয়া মানুষদের প্রতি বিরক্তি, এমনকী সহকর্মীদের সঙ্গেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখান এ প্রবীণ অভিনেত্রী। যার কারণে বহুবার সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি। পর্দায় এখন খুব একটা দেখা না গেলেও রাজনৈতিক জীবনে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন অমিতাভপত্নী। সর্বশেষ ২০২৪ সালে 'সাদাবাহার' সিনেমায় দেখা মিলেছে জয়ার। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন ঠিকই কিন্তু ছবি তোলার জন্য কেউ সামনে ক্যামেরা ধরলেই মেজাজ হারান বর্ষীয়ান এই অভিনেত্রী। এ জন্য একাধিকবার বকুনি খেয়েছেন জয়ার কাছে অনেকেই।

ভাইকে সফল করতে সব দিয়েও ব্যর্থ আমির, সাফল্য উৎসর্গ করে যা বললেন অভিনেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড তারকা আমির খানের ভাই ফয়সাল খান সম্প্রতি নিজের ব্যর্থ চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার, মানসিক স্বাস্থ্যের লড়াই এবং ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করেছেন। তার এই প্রকাশের পর আমির ও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে-ফয়সালকে সহায়তায় তারা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

ফয়সালের অভিনয় জীবন শুরু হয় মাধোশ (১৯৯৪) ছবির মাধ্যমে, যা বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়। এরপর আসে আরও বড় ব্যর্থতা-মেলা (২০০০)। এর মধ্যেই শুরু হয় দীর্ঘ সময়ের শুটিং বিলম্ব, দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিগত হতাশার সময়।

সম্প্রতি সিতারে জমিন পর ছবির মুক্তির আগে রাজ শামানির এক সাক্ষাৎকারে আমির বলেন, 'ফয়সাল যখন অভিনয় শুরু করল, আমি তাকে সাহায্য করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। মাধোশ চলেনি বলে আমি খুব চিন্তিত হয়েছিলাম। পরে আমরা একসঙ্গে মেলা করলাম। কিন্তু বুঝলাম-এটা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে কাউকে কেউ সফল করাতে পারে না। আমি শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি-আমার সাফল্য যেন তিনিই ফয়সালকে দেন। এর বাইরে কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। এই ক্ষেত্রে সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করে ভাগ্য ও কঠোর পরিশ্রমের ওপর।'

অন্যদিকে, পিঙ্কভিলা পডকাস্টে ফয়সাল জানান, শুরু থেকেই তার অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। মেলা সিনেমা নির্মাণে দীর্ঘ বিলম্বের কারণ ছিল পরিচালক ও আমিরের সৃজনশীল মতবিরোধ। গান, নাচ ও অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও ছবিটি তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি।

বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ডিভোর্স, খরচ ৫২৭ কোটি টাকা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তারকাদের বিচ্ছেদ মানেই কোটি কোটি টাকার লেনদেন। তবে বলিউডে এর সবচেয়ে বড় নজির হয়ে আছে হৃতিক রোশন ও সুজান খানের বিচ্ছেদ। তাদের এই ডিভোর্স নিষ্পত্তিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ বলিউড ইতিহাসে রেকর্ড গড়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বিচ্ছেদ নিষ্পত্তিতে সুজান পান প্রায় ৩৮০ কোটি রুপি—বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৫২৭ কোটি টাকা। নগদ অর্থ, সম্পত্তি, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো মাধ্যমে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে কিনা তা প্রকাশ করা হয়নি। তবুও এটি বলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ডিভোর্স হিসেবে রেকর্ড গড়েছে।

হৃতিক বলিউডের নির্মাতা রাকেশ রোশনের ছেলে আর সুজান অভিনেতা সঞ্জয় খানের মেয়ে। তারা শৈশবের বন্ধু। ২০০০ সালের ব্লকবাস্টার কাহো না প্যায়ার হ্যায় সিনেমায় একসঙ্গে জুটি বাঁধেন। বলিউডে অভিষেকের আগে থেকেই প্রেমের সম্পর্ক থাকায় চার বছরের প্রেমের পর ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দাম্পত্য জীবনে জন্ম নেয় দুই ছেলে—হৃহান (২০০৬) ও হৃদান (২০০৯)।

২০১০ সালে কাইটস ছবির শুটিং চলাকালে সম্পর্কে ফাটল ধরার খবর ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদ ঘটে, শেষ হয় ১৪ বছরের সংসার। তবে বিচ্ছেদের পরও তারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং দুই সন্তানের যৌথ অভিভাবকত্ব পালন করছেন। সন্তানদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই একসঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায় তাদের।

বর্তমানে হৃতিক প্রেম করছেন অভিনেত্রী সাবা আজাদের সঙ্গে, আর সুজান সম্পর্কে রয়েছেন আর্সলান গোনির সঙ্গে। হৃতিককে শিগগির দেখা যাবে ওয়ার ২ ছবিতে, যা মুক্তি পাচ্ছে আগামী ১৪ আগস্ট।

আবারও জাতীয় দলে ফিরছেন লেভানডস্কি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রবার্ট লেভানডস্কির জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটে যাচ্ছে। এই স্ট্রাইকার আবারও দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চান বলে জানিয়েছেন পোল্যান্ডের নতুন কোচ ইয়ান আর্বান।

আগের কোচ মিখাউ প্রোবিয়েজের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে জাতীয় দল থেকে বিরতিতে যান লেভানডস্কি। এ বছরের শুরুতে লেভানডস্কির কাছ থেকে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড কেড়ে নিয়ে তা পিতর জেলিনস্কিকে দেন প্রোবিয়েজ। এরপর থেকেই জাতীয় দলের হয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত নেন পোল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৮৫ গোল) লেভানডস্কি।

তবে জুনে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পরাজয়ের পর সমালোচনার মুখে পড়ে কোচের পদ ছাড়েন প্রোবিয়েজ। এরপর জুলাইয়ে দায়িত্ব নেন জান আর্বান। দায়িত্ব নিয়েই লেভানডস্কিকে দলে ফেরানোর চেষ্টা শুরু করেন তিনি।

বর্তমানে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে পোল্যান্ড। শীর্ষে থাকা ফিনল্যান্ডের থেকে এক পয়েন্ট পিছিয়ে এবং সমান পয়েন্টে রয়েছে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে, যারা এক ম্যাচ কম খেলেছে এবং গোল ব্যবধানে এগিয়ে।

এই প্রেক্ষাপটে লেভানডফস্কিকে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন নতুন কোচ আর্বান। তিনি বলেন, আমি রবার্ট লেভানডফস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সে কি ফিরতে চায়। সে বলেছে, হ্যাঁ। কাজেই আমরা ইতোমধ্যে এক ধাপ এগিয়ে গেছি।

২০১৪ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন লেভানডস্কি। এই সময়ে ইউরো ২০১৬ থেকে ইউরো ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচটি বড় টুর্নামেন্টে দলকে নেতৃত্ব দেন তিনি।

তবে আর্বান জানিয়ে দিয়েছেন, অধিনায়কের আর্মব্যান্ড ফিরে পাওয়া নিশ্চিত নয়, বিষয়টি তিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আর্বান বলেন, আমি শুধু রবার্টের সঙ্গে নয়, বরং পিতর জেলিনস্কি এবং দলীয় পর্যদের খেলোয়াড়দের সঙ্গেও কথা বলতে চাই। সিদ্ধান্ত আমার, তবে আমি তাদের মতামতও শুনতে চাই।'

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামবে পোল্যান্ড। এরপর ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে ফিনল্যান্ডের।

বিশ্বকাপজয়ী রোমেরো টটেনহ্যামের নতুন নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি টটেনহ্যাম হটস্পার ছেড়ে মেজর লিগ সকারের ক্লা লস অ্যাঞ্জেলস এফসিতে যোগ দিয়েছেন সন হিউং-মিন। তার বিদায়ের পর টটেনহ্যাম হটস্পারের নতুন অধিনায়ক হিসেবে আর্জেন্টিনার ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর নাম ঘোষণা করেছেন কোচ থমাস ফ্র্যাংক।

সনের বিদায়ে নতুন কোচ ফ্র্যাংককে বাধ্য হয়েই নতুন নেতা খুঁজে নিতে হয়েছে। বিশ্বকাপ ও দুইবারের কোপা আমেরিকাজয়ী সেন্টার-ব্যাক রোমেরো উত্তর লন্ডনের ক্লাবটিতে আনগে পোস্তেকোগ্লুর দুই বছরের মেয়াদে জেমস ম্যাডিসনের সঙ্গে সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এক বিবৃতিতে ফ্র্যাংক বলেছেন, রোমেরোর সাথে আমার ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। সে অধিনায়কের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। এতে তিনি বেশ সম্মানিত বোধ করছেন ও দারুণ খুশী হয়েছেন। মাঠে চমৎকার এই ক্লাবটিকে নেতৃত্ব দেওয়া যে কোনো খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন। আমি মনে করি রোমেরোর মধ্যে অধিনায়কের সব ধরনের গুণাবলি রয়েছে। নিজের সদ্ব্যবহার দিয়ে সে মাঠে নেতৃত্ব দেবে, পুরো দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, আমরা একটি লিডারশিপ গ্রুপ গড়ে তুলতে চাচ্ছি। একজন আর্মব্যান্ড পড়ে মাঠে নামবে, কিন্তু তার সাথে সম্ভাব্য চার থেকে পাঁচজনের একটি গ্রুপ গঠন করতে চাই যারা একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। আমি যেমন নিজের মত করে কাজ করি, কিন্তু আমার চারপাশে দুর্দান্ত একটি সাপোর্ট স্টাফ টিম রয়েছে।

পিএসজি ছেড়ে ম্যানসিটিতে যাচ্ছেন দোন্নারুমা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উয়েফা সুপার কাপে টটেনহ্যামের বিপক্ষে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) স্কোয়াডে জায়গা জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা। এতে করে তার ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন আরও বেড়েছে। এই গোলরক্ষকের যে পিএসজি ছাড়ছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেছে।

পিএসজির সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে দোন্নারুমার। তবে এই ইতালিয়ান গোলরক্ষককে বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবছে পিএসজি।

ইতালির জনপ্রিয় ফুটবল বিষয়ক সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো বলেছেন, দোন্নারুমা পিএসজি ছাড়ছেন এটা নিশ্চিত। চলতি দলবদলের মৌসুমে ছাড়বেন নাকি আসন্ন মৌসুম শেষে ছাড়বেন, সেটিই এখন দেখার বিষয়। তিনি এটাও দাবি করেছেন, প্রিমিয়ার লিগ হতে পারে দোন্নারুমার সম্ভাব্য গন্তব্য।

তার মতে, চেলসি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিতে পারেন সাবেক এসি মিলান গোলরক্ষক। ম্যানইউ আন্দ্রে ওনানাকে ছেড়ে দিতে উদগ্রীব। তার জায়গায় রেড ডেভিলসদের প্রথম পছন্দ দোন্নারুমা।

এদিকে, দোন্নারুমাকে কেনার দৌড়ে রয়েছে ম্যানচেস্টার সিটিও। এডারসনের জায়গায় দোন্নারুমাকে চান পেপ গার্দিওলা। কারণ নিয়মিত গোলরক্ষক এডারসনকে বিক্রি করতে চাইছে সিটিজেনরা। তাই দোন্নারুমার সঙ্গে ম্যানসিটি ইতোমধ্যে যোগাযোগ শুরু করেছে। ম্যানসিটি লড়াইয়ে নামায় অনুমিতভাবেই দোন্নারুমার লড়াইয়ে পিছিয়ে গেছে ম্যানইউ।

ফ্যাব্রিজিও রোমানোর দাবি, দোন্নারুমার জন্য ৫০ মিলিয়ন ইউরো দাবি করতে পারে পিএসজি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR